গৃহে প্রবেশের আদব

লেখক
মুহাম্মদ রশীদ বিন আব্দুল ক্বাইয়ূম
উনাইযাহ ইসলামিক সেন্টার, সৌদী আরব

آداب دخول البيوت

باللغة البنغالية

إعداد : محمد رشيد عبد القيوم
مكتب دعوة وتوعية الجاليات بعنيزة

গৃহে প্রবেশের আদব

লেখক :
মুহাম্মাদ রশীদ বিন আব্দুল ক্বাইয়ূম
ইসলামিক সেন্টার উনাইযা, সৌদী আরব

প্রকাশনায়:
এডুকেশন সেন্টার সিলেট (ECS)।
পশ্চিম সুবিদ বাজার, লাভলী রোডের মোড়, সিলেট।
মোবাইল: ০১৭১২৬৬৮৩৪৫, ইমেইল: ecs.sylhet@gmail.com

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০১২
প্রকাশ সংখ্যা : ২০০০ (দুই হাজার) কপি

মূল্য : ২০.০০ (বিশ টাকা) মাত্র।

সূচিপত্র

গৃহে প্রবেশের আদব

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

অতঃপর, গৃহ মানে যেখানে মানুষ বাস করে। সে সব গৃহ আবার আল্লাহর গৃহ হতে পারে কিংবা মানুষের গৃহ। মানুষের গৃহ আবার নিজের হতে পারে কিংবা অপরের। এ সব ঘর-বাড়ী আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত।

আল্লাহ বলেন,

وَإِن تَعُدُّوا نِعمَةَ اللّٰه لاَ تُحصُوهَا (سورة إبراهيم–34)

'যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামতরাজী গুণতে চাও তাহলে তা গুণে শেষ করতে পারবে না'। (সূরা ইব্রাহীম-৩৪)

এ সব ঘর-বাড়ী তৈরী না হলে মানুষেরা কত কষ্টের যে শিকার হত! একটু ভাবলেই তা অনুমিত হয়। এজন্য আল্লাহ মানুষের ওপর অনুগ্রহ করে ঘর-বাড়ী তৈরীর ব্যবস্থা করে দিলেন। যার মাধ্যমে মানুষ তার মান সম্ভ্রমের হেফাজত করতে পারে এবং জীব জন্তু বিষাক্ত প্রাণী ও কীট পতঙ্গ ইত্যাদীর অনিষ্ট থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

আল্লাহ বলেন,

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِن بُيُوتِكُم سَكَنًا (سورة النحل–80)

'আল্লাহ তোমাদের গৃহকে তোমাদের আবাসস্থল করেছেন' (সূরা নাহল-৮০)।

আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত আমরা উপভোগ করছি। সে সব নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

আল্লাহ পাক বলেন,

لَئِن شَكَرتُم لَأَزِيدَنَّكُم (سورة إبراهيم–7)

'যদি তোমরা আমার শুকরিয়া আদায় কর তাহলে (আমার নিয়ামত) তোমাদেরকে আরো বাড়িয়ে দেব'। (সূরা ইব্রাহীম-৭)

আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় হবে যদি আমরা তাঁর বিধি-বিধান মেনে চলি। বাড়ী-ঘরে প্রবেশের ক্ষেত্রেও আল্লাহ বিধি বিধান প্রণয়ন করেছেন। আলোচ্য নিবন্ধে গৃহে প্রবেশের শরই বিধান সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব ইনশা-আল্লাহ।

আল্লাহর ঘরে প্রবেশের বিধান

মসজিদ হচ্ছে আল্লাহর ঘর। যাতে আল্লাহর এবাদত করা হয়। আল্লাহ বলেন,

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (سورة الجن–18)

'মসজিদগুলি হচ্ছে আল্লাহর। সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে আর কাউকে ডেকো না'। (সুরাতুল জিন্না-১৮)

মুসলিম ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে গমন করে। এটি তাঁর ওপর ওয়াজিব।

কারণ আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়ে বলেছেন

وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ(البقرة–43)

অর্থাৎ তোমরা রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' কর।

(সূরা আল বাক্বারাহ-৪৩)

এমনকি আল্লাহ জিহাদের অবস্থাতেও জামাতের সাথে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। (সূরা আন নিসা-১০২)

যদি জামাতের সাথে সালাত আদায় করা ওয়াজিব না হত তাহলে এরূপ কঠিন অবস্থাতে জামাতের সাথে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। জামাতের সাথে সালাত আদায় করা জরুরী না হলে অসংখ্য মসজিদ নির্মানেরই বা কি প্রয়োজন ছিল? অথচ আল্লাহ পাক যারা মসজিদ নির্মাণ করে তাদের প্রশংসা করতঃ বলেছেন ঃ

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (سورة التوبة–18)

'মসজিদ তো তারাই আবাদ করে যারা ঈমান রাখে আল্লাহর ওপর, আখেরাতের দিনের ওপর, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না, নিশ্চয় এ সকল লোক সম্পর্কে আশা করা যায় যে, তারা হেদায়েতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে'। (আততাওবাহ-১৮)

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ তৈরীর জন্য উৎসাহ প্রদান করে বলেছেন,

من بني لله مسجدا بني الله له بيتا في الجنة (صحيح الجامع–6127)

'যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরী করবেন'।

(আলবানী, সহীহ আলজামে হা/৬১২৭)

বুখারী হা/৪৫০ ও মুসলিমের হা/৫৩৩ বর্ণনায় এসেছে,

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من بني مسجدا يبتغي به وجه الله بني الله له مثله في الجنة. رواه البخاري و مسلم

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে তার অনুরূপ প্রাসাদ তৈরী করবেন'।

উক্ত হাদীসে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের কথা এসেছে। সুতরাং মসজিদ নির্মাণ করলেই হবে না; বরং তা অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হতে হবে।

মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে সালাত আদায় করা ওয়াজিব

(1)عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة علي المنافقين صلاة العشاء و صلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلي قوم لايشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار, رواه مسلم

(১) আবূ হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুনাফেকদের জন্য সর্বাধিক ভারী সালাত হচ্ছে ফজর ও এশার সালাত। তারা যদি জানত এ দু' সালাতের ফল কতটুকু তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে উপস্থিত হত। নিশ্চয়ই আমার ইচ্ছে হয়ে ছিল যে আমি সালাতের একামতের নির্দেশ দেব আর এক ব্যক্তিকে বলব লোকজনকে নিয়ে যেন সে সালাত আদায় করে। অতঃপর এমন কিছু লোক, যাদের সাথে জ্বালানী কাঠ থাকবে, তাদের নিয়ে আমি ঐ সব লোকের বাড়ীতে গিয়ে আগুন দ্বারা তাদের সহকারে তাদের বাড়ী জ্বালিয়ে দেব যারা সামর্থ থাকা সত্ত্বেও সালাতে উপস্থিত হয়নি। (মুসলিম হা/৬৫১)

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে, জামাতের সাথে সালাত আদায় করা ওয়াজিব। অন্যথায় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ক্ষেত্রে এ রকম ধমক প্রদান করতেন না।

(2)وعنه رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال فأجب (رواه مسلم-653)

(২) আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, এক অন্ধ ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে এমন কোন লোক নেই যে আমাকে মসজিদে নিয়ে আসবে। আর তিনি তাঁর বাড়ীতে সালাত আদায় করার অনুমতি দেয়ার জন্য আল্লাহর রাসূলের কাছে আবেদন পেশ করলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অনুমতি দিলেন। পরে যখন তিনি যেতে লাগলেন তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে বললেন, তুমি কি আযানের আওয়ায শুনতে পাও? তিনি বললেন হ্যাঁ, শুনতে পাই। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি আযানের জবাব দাও।

(মুসলিম হা/৬৫৩)

উক্ত হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, পুরুষদের জন্য মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে সালাত আদায় করা ওয়াজিব। যদি ওয়াজিব না হত তাহলে আল্লাহর রাসূল এ অন্ধ ব্যক্তিকে হলেও বাড়ীতে সালাত আদায়ের অনুমতি দিতেন। এবারে যখন অন্ধ ব্যক্তিকেও মসজিদে এসে সালাত আদায় করা ওয়াজিব প্রমাণিত হল তাহলে যারা সুস্থ ও সবল তাদের জন্য তো অবশ্যই জামাতের সাথে সালাত আদায় করা ওয়াজিব হবে।

মহিলাদের জন্য নিজ বাড়ীতে সালাত আদায় করা উত্তম

মহিলাদের জন্য নিজ বাড়ীতে সালাত আদায় করা উত্তম। তবে তারা যদি মসজিদে যেতে চায় আর পর্দার ব্যাঘাত না ঘটে বা শরীয়ত বিরোধী কিছু তাদের থেকে প্রকাশ না পায় তাহলে তাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দেয়া যাবে না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

لاتمنعوا نسائكم المساجد وبيوتهن خير لهن (رواه أبوداود وصححه الألباني)

'তোমরা নারীদের মসজিদে যেতে বাধা দিবে না। কিন্তু সালাত আদায়ের জন্য তাদের নিজেদের বাড়ীই উত্তম'।

(সহীহ, সহীহ আলজামে হা/৭৪৫৮)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেনঃ

صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها , رواه أبوداود

'মহিলাদের জন্য বাড়ীর আঙ্গিনায় সালাত আদায় করা থেকে নিজ শয়ন কক্ষে সালাত আদায় করা উত্তম। আর মূল্যবান জিনিসপত্র সংরক্ষিত রাখার কক্ষে সালাত আদায় করা তার নিজ শয়ন কক্ষে সালাত আদায় করা থেকেও উত্তম'। (সহীহ, সহীহ আবূদাউদ হা/৫৭০)

উক্ত হাদীসদ্বয়ে নারীর ইজ্জত রক্ষার্থে সালাত আদায়ের জন্য এ রকম সতর্কতা প্রদর্শন করা হয়েছে। এবারে একটু খেয়াল করুন! সালাত আদায়ের সময় যদি নারীর জন্য পর্দার দিকে এ রকম খেয়াল রাখতে হয় তাহলে বাকী অবস্থাতে কি পর্দার খেয়াল রাখতে হবে না? যদি মহিলা মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতে চান তাহলে পর্দার তো খেয়াল রাখবেনই; বরং এর সাথে সাথে সুগন্ধি ব্যবহার থেকেও বেঁচে থাকতে হবে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

إِذَا خَرَجَت إِحدَاكُنَّ إِلَى المَسجد فَلاَ تَقرَبَنَّ طيبًا (الصحيحة–1094)

'তোমাদের মধ্য থেকে কোন মহিলা যখন মসজিদে যাওয়ার জন্য বের হবে তখন যেন সে সুগন্ধি ব্যবহার না করে'।

(আসসাহীহা হা/১০৯৪)

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة (الصحيحة–1031)

আবূ হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি মহিলা মসজিদে যাবার জন্য বের হয় তবে যেন সুগন্ধি থেকে ঐ রকম গোসল করে যে রকম জানাবত অবস্থা থেকে পাক হওয়ার জন্য গোসল করে। (আসসাহীহা হা/১০৩১)

নারীদের জন্য মসজিদে সালাত আদায় করতে যাবার সময় যদি সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়েয না হয় তাহলে অন্য কোথায় যাবার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা কিংবা পর্দাহীনভাবে চলা কি জায়েয হতে পারে? হে মুমিনা নারীগণ! আল্লাহকে ভয় করে একটু অনুধাবন করুন। এ ব্যাপারে কয়েকটি দলীল পেশ করছি:

(1)عن أبي موسي عن النبي صلي الله عليه وسلم قال أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت علي قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية (صحيح الجامع–2701)

'যদি কোন মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করে বের হয় আর লোকজনের কাছ দিয়ে যায় যেন তারা তার সুগন্ধি পায়, তাহলে সে হবে ব্যভিচারিনী আর প্রত্যেক চক্ষু (যে তার দিকে তাকায়) ব্যভিচারী'।

(সহীহ আল জামে হা/২৭০১)

(2) وقَرنَ فِي بُيُوتكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ الْجَاهلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَه (سورة الأحزاب–33)

(হে নবী পত্নিগণ) 'তোমরা তোমাদের বাড়ীতেই অবস্থান কর, বর্বর যোগের নারীদের মত সৌন্দর্য প্রকাশ করে বের হয়ো না, সালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর'।

(সূরা আল আহযাব-৩৩)।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক নবী পত্নিদের, যারা হলেন উম্মতের মা তাদের যখন এ রকম নির্দেশ দিলেন তাহলে যারা সাধারন নারী তাদের ক্ষেত্রে কি এ নির্দেশ প্রযোজ্য হবে না? হে মুসলিম নারী! আল্লাহকে ভয় করে পর্দার বিধান মেনে চল। এতে তোমার নিজের উপকার হবে। তোমার থেকে হয়তঃ ভাল সন্তান জন্ম নিতে পারে। আর তুমি ইনশা-আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে সুফল পাবে।

পুরুষদের ব্যাপারে নির্দেশ হচ্ছে যে, তারা যদি হঠাৎ করে কোন পরনারী দেখে তাহলে দ্বিতীয়বার ফিরিয়ে তার দিখে তাকাবে না। কারণ প্রথমবার চোখ পড়াটা অনিচ্ছায় হয়েছে, যাতে অপরাধ নেই। কিন্তু দ্বিতীয়বার তাকালে অপরাধ রয়েছে, কারণ তা স্বেচ্ছায় হয়েছে। হাদীসে এসেছেঃ

عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة (حسن، رواه أبوداود)

'বুরাইদা (রা.) বর্ণনা করেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা.)-কে বলেছেন, হে আলী! দৃষ্টি পড়ার পর আবার দৃষ্টি ফেলবেনা। কারণ প্রথমটা তোমার পক্ষে আর দ্বিতীয়টা তোমার বিপক্ষে'। (হাসান, আবূদাউদ হা/২১৪৯)

وعن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاة فأمرني فقال اصرف بصرك (رواه احمد وصححه الألباني في صحيح الجامع:1014)

'জরীর ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে (পরনারীর ওপর) অকস্মাৎ দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, তুমি তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখবে'।

(সহীহ, আহমদ, সহীহ আলজামে হা/১০১৪)

মসজিদ হল সর্বশ্রেষ্ট স্থান আর বাজার হল সর্বনিকৃষ্ট স্থান

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم أحب البلاد إلي الله مساجدها وابغض البلاد إلي الله اسواقها , رواه مسلم

'আবূ হুরাইরা বর্ণনা করেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় স্থান হচ্ছে মসজিদ । আর সবচেয়ে অপছন্দনীয় স্থান হচ্ছে বাজার'। (মুসলিম হা/৬৭১)

এবারে মসজিদে যাবার জন্য যদি নারীদের সতীত্ব রক্ষার জন্য এ রকম বিধি বিধান আরোপিত হয়ে থাকে তাহলে বাজারে যাবার জন্য নারীদের ওপর কি রকম বিধি বিধান আরোপিত হতে পারে একটু ভাবা দরকার। দুঃখের ব্যাপার! আজ পুরুষ অপেক্ষা বাজারে নারীদের ভীড় বেশী। যার ফলে কতই না অঘটন ঘটছে। যেগুলি আল্লাহর গজব নাযিল হওয়ার কারণ। তাই মুসলিম নারীদের আল্লাহকে ভয় করে চলা উচিত।

মসজিদে প্রবেশের আদব

عن فاطمة بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفرلي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفرلي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك (صحيح ابن ماجه-625)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে ফাতিমা (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন:

بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبوَابَ رَحْمَتِكَ

'আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি) সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের ওপর। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ মাফ কর এবং আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাগুলি খুলে দাও'।

আর যখন মসজিদ থেকে বের হতেন তখন বলতেন:

بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبوَابَ فَضْلِكَ

'আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি) সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের ওপর। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ মাফ কর এবং আমার জন্য তোমার রিযিকের দরজাগুলি খুলে দাও'। (সহীহ ইবনে মাজাহ হা/৬২৫)

(২) মসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা আগে ঢুকাবে আর বের হওয়ার সময় বাম পা আগে বের করবেঃ

عن أنس بن مالك قال من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمني وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسري (الحاكم وصححه الألباني في الصحيحة-738)

'আনাস ইবনে মালিক বলেন, সুন্নাত হল যখন তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে তখন ডান পা আগে রাখবে আর যখন বের হবে তখন বাম পা আগে বের করবে'। (আল হাকিম, আসসাহীহা হা/৭৩৮)

(৩) মসজিদে প্রবেশের পর দু'রাকাত সালাত না পড়ে বসবে না। তবে যদি ফরয বা সুন্নাত সালাত আদায় করে বসে তাহলে তা আদায় হয়ে যাবে। আবূ ক্বাতাদা বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

'তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে তখন যেন দু'রাকাত সালাত না পড়ে মসজিদে না বসে'।
(বুখারী হা/১১৬৭ ও মুসলিম হা/৭১৪)

তাহিইয়াতুল মসজিদ খুৎবা চলা কালেও আদায় করা উচিত

খুৎবা চলা কালে কথা বলা তো নিষিদ্ধই এমনকি সধারণ সালাত পড়াও নিষিদ্ধ। কিন্তু তাহিইয়াতুল মসজিদ অবশ্যই পড়তে হবে। কারণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে স্পষ্ট প্রমাণ আছে যে, তিনি বলেছেন:

إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين رواه البخاري ومسلم

'তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি ইমাম খুৎবা প্রদান করছেন কিংবা বের হয়ে গেছেন এমন সময় মসজিদে আসে তবুও যেন দু'রাকাত সালাত আদায় করে নেয়'। (বুখারী হা/১১৬৬ ও মুসলিম হা/৮৭৫)

উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে, খুৎবা চলা কালে মসজিদে আসলে দু'রাকাত তাহিইয়াতুল মসজিদ অবশ্যই পড়ে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ইতস্তত করা সঠিক নয়। কারণ যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুৎবা চলা কালে কথা বলতে নিষেধ করেছেন সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই তাহিইয়াতুল মসজিদ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই এ বিষয়ে ব্যাখ্যা নেয়া উচিত।

আল্লাহ বলেন:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا

রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর আর যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। (সূরা আল-হাশর-৭)

তাহিইয়াতুল উযূ যে কোন সময় পড়া বৈধ

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذالك الطهور ما كتب لى أن أصلي، رواه البخاري ومسلم

'আবূ হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাতের সময় বিলালকে বললেন, হে বিলাল! তুমি আমাকে ইসলামে তোমার সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক আমল কি বল তো? কারণ আমি জান্নাতে আমার আগে তোমার জুতার শব্দ শুনেছি'। তিনি (বিলাল) বললেন, আমার কাছে সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক আমল হচ্ছে, আমি দিনে বা রাতের যে কোন সময়ে উযূ করি তখনই আল্লাহ যা তাক্বদীরে লিখেছেন সে অনুযায়ী সালাত আদায় করি। (বুখারী হা/১১৪৯ ও মুসলিম হা/২৪৫৮)

মুসনদে আহমদে একটি রেওয়ায়েত এ রকম আছে যে তিনি বলেছেনঃ

ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين

যখনই আমার উযূ নষ্ট হয় তখনই আমি উযূ করি আর দু' রাকাত সালাত আদায় করি। (সহীহ, ইরওয়াউল গালীল, ৪৬৮ নং হাদীস)

উল্লিখিত হাদীস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, তাহিইয়াতুল উযূ তথা যে সব সালাতের কারণ রয়েছে সে সব সালাত মাকরূহ ওয়াক্তেও পড়া যায়। আর এটাই তত্ত্ববিধ আলেমদের রায়।

কা'বা শরীফে যে কোন সময় ত্বাওয়াফ ও সালাত আদায় করা বৈধ

عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لاتمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل او نهار , رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.

'জুবাইর ইবনে মুত্বইম (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আব্দি মনাফের বংশধর! যে কেউ রাতে বা দিনের যে কোন অংশে এ ঘরে ত্বাওয়াফ এবং সালাত আদায় করতে চায় তাকে তোমরা বাধা প্রদান করবে না'। (পাঁচজন, ইমাম তিরমিযী ও ইবনে হিব্বান একে সহীহ বলেছেন, সহীহ আত্তিরমিযী হা/৮৬৮)।

উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল, কাবা শরীফের ত্বাওয়াফ বা তাতে তথা মসজিদুল হারামে যে কোন সময় সালাত পড়া জায়েয। আর তা আদায়ে বাধা প্রদান করা অবৈধ।

মসজিদে গিয়ে তাহিইয়াতুল মসজিদ না পড়ে ফিরে আসা ক্বিয়ামতের আলামত

عن عبد الله بن مسعود مرفوعا إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل فى المسجد لا يصلي فيه ركعتين (الصحيحة-649)

'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আল্লাহর রাসূলের দিকে সম্বন্ধ করে বর্ণনা করেন, ক্বিয়ামতের আলামত হচ্ছে যে, মানুষ মসজিদে যাবে, কিন্তু তাতে দু'রাকাত সালাত আদায় করবে না'। (আসসাহীহা হা/৬৪৯)

মসজিদ নির্মাণ করা সওয়াবের কাজ, কিন্তু মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যয় বহুল খরচ করা বা তার সৌন্দর্য্যে প্রতিযোগিতা করা বৈধ নয়

নিচের হাদীসগুলি ভাল করে বুঝার চেষ্টা করুন:

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لاتقوم الساعة حتي يتباهى الناس في المساجد (قال في بلوغ المرام أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة)

(১) ক্বিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত লোকজন পরস্পরে মসজিদ নির্মাণে গৌরব প্রকাশ না করবে।

(সহীহ, সহীহ ইবনে মাজা হা/৬১০)

উল্লিখিত হাদীস হতে প্রমাণিত হচ্ছে, সুন্দর সুন্দর মসজিদ নির্মাণে প্রতিযোগিতা করা ক্বিয়ামতের আলামত। কেননা এ রকম অবস্থায় নিয়ত খালেস থাকেনা। আর লোকদেখানো ভাব মানে হচ্ছে রিয়া। যেটি হল শিরক। হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ পাক বলেন,

من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته و شركه , رواه مسلم

'যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল যার মধ্যে সে আমার সাথে অন্যকে শরীক করল আমি তাকে ও তার শিরকী আমলকে প্রত্যাখ্যান করি'। (মুসলিম হা/২৯৮৫)

(২) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ما أمرت بتشييد المساجد

'আমাকে মসজিদ উচু করার ও সুন্দর করার নির্দেশ দেয়া হয়নি'। (আবূ দাউদ, সহীহ আবূদাউদ হা/৪৩১)

قال ابن عباس لتزخرفها كما زخرفت اليهود والنصاري

ইবনে আব্বাস বলেন, নিশ্চয় মসজিদগুলি ঐ রকম কারুকার্য খচিত ও সুন্দর করা হবে যে রকম এহুদী ও নাসারা তাদের উপাসনালয়গুলিকে সুন্দর করে তুলেছে। (সহীহ আবূদাউদ হা/৪৪৮)

উল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে, মসজিদ কারুকার্যখচিত করা কিংবা বর্তমানে যে রকম মসজিদ সুন্দর করে তুলা হচ্ছে তা এহুদী নাসারাদের অন্ধানুসরণ বৈ কিছু নয়।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

من تشبه بقوم فهو منهم

'যে ব্যক্তি যে জাতীর বেশ ধরল সে তাদেরই একজন'।

(সহীহ, সহীহ আবূ দাঊদ হা/৪০৩১)

عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم (حسن. الصحيحة–1351)

'আবূ সাঈদ বর্ণনা করেন নবীজী সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে, যখন তোমরা মসজিদ সুন্দর করবে মাসহাফগুলি সুসজ্জিত করবে তখন তোমাদের ধ্বংশ অনিবার্য হয়ে পড়বে'।

(হাসান, আসসাহীহা হা/১৩৫১)

উক্ত হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, এখন তা পুরোপুরি প্রকাশ পাচ্ছে। এ জন্য মসজিদ নির্মাণ তো করবই; কিন্তু ইসলামী বিধানকে খেয়াল রেখে যেন করি, সে দিকে অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে।

অন্যের বাড়ীতে প্রবেশের জন্য অনুমতি নেয়ার সঠিক পদ্ধতি

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) فَإِن لَّم تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلاَ تَدخُلُوهَا حَتَّى يُؤذَنَ لَكُم وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارجِعُوا هُوَ أَزكَى لَكُم وَاللَّهُ بِمَا تَعمَلُون عَلِيمٌ (28) لَيسَ عَلَيكُم جُنَاحٌ أَن تَدخُلُوا بُيُوتًا غَيرَ مَسكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُم وَاللَّهُ يَعلَمُ مَا تُبدُون وَمَا تَكتُمُونَ (29)

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা অন্যের ঘরে প্রবেশ করবে না যতক্ষন পর্যন্ত অনুমতি না নিবে এবং গৃহবাসীদের সালাম না করবে। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, সম্ভবত তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে। আর যদি কাউকে না পাও তাহলে অনুমতি না নিয়ে তাতে প্রবেশ করবে না। আর যদি তোমাদের বলা হয় ফিরে যাও তাহলে ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য পবিত্র থাকার অন্যতম উপায়। আর আল্লাহ তোমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে পরিপূর্ণ ওয়াক্বিফহাল রয়েছেন। এমন ঘরে প্রবেশ করতে তোমাদের কোন পাপ নেই যাতে কেউ বাস করে না আর তাতে তোমাদের আসবাবপত্র রাখা আছে। আল্লাহ তোমরা যা প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ সবই জানেন। (সূরা নূর আয়াত ২৭-২৯)

উল্লিখিত আয়াতগুলিতে আল্লাহ পাক অন্যের বাড়ীতে প্রবেশের বিধান জানিয়ে দিয়েছেন। প্রথম আয়াতে বলেছেন, অনুমতি না নিয়ে ও সালাম না করে প্রবেশ করবে না। অতএব বুঝা গেল অনুমতি দেয়া না দেয়া বাড়ীওয়ালার ইচ্ছাধীন। যদি সে অনুমতি দেয় তবে প্রবেশ করবে, আর না হয় প্রবেশ করবে না। দ্বিতীয় আয়াতে আরো স্পষ্ট করে বলেছেন, যদি তাতে কাউকে না পাও তাহলে অনুমতি না নেয়া পর্যন্ত প্রবেশ করবে না।

আর যদি বাড়ীওয়ালা বলে ফিরে যাও তাহলে ফিরে যাবে। কতই সুন্দর আল্লাহর বিধান। মানুষের বিশেষ কাজ বা ব্যস্ততা থাকতে পারে। তাই বলেছেন যদি বলা হয় ফিরে যাও তাহলে ফিরে যাবে। কিন্তু উৎকণ্ঠিত হবে না। এ সব বিষয়ে পরে হাদীস থেকে আলোচনা আসছে।

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, এমন ঘরে অনুমতি ছাড়াই তোমরা প্রবেশ করতে পার যে সব ঘরে কেউ থাকে না বটে; কিন্তু তাতে তোমাদের আসবাব-পত্র রাখা আছে, যেমন মুসাফিরখানা ইত্যাদী।

উক্ত আয়াতগুলির ব্যাখ্যায় কয়েকটি হাদীস:

عن أبي سعيد الخدري قال كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار فأتانا ابو موسي فزعا او مذعورا قلنا ما شأنك ؟ قال إن عمر أرسل إلي أن آتيه فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي فرجعت فقال ما منعك أن تأتينا ؟ فقلت إني أتيت فسلمت علي بابك ثلاثا فلم يردوا علي فرجعت وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال عمر أقم عليه البينة وإلا أوجعتك فقال ابي بن كعب لايقوم معه إلا أصغر القوم قال ابو سعيد قلت انا أصغر القوم قال فاذهب به, رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم

'আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মদীনায় আনসারদের মজলিসে বসা ছিলাম। এমন সময়ে আবূ মূসা আমাদের কাছে বিচলিত বা ভীত অবস্থায় আসলেন। আমরা বললাম কি ব্যাপার? তিনি বললেন, উমর আমার কাছে লোক পাঠালেন যেন আমি তার কাছে আসি। ফলে আমি তাঁর দরজায় এসে তিনবার সালাম করলাম। কিন্তু আমি কোন উত্তর না পেয়ে ফিরে গেলাম। পরে তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমার কাছে আসতে কিসের বাধা ছিল? আমি বললাম আমি এসেছি, এসে আপনার দরজায় তিনবার সালাম করেছি। কিন্তু কেউ আমার

সালামের জবাব দিল না। তাই আমি ফিরে গেলাম। কারণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন 'তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি তিনবার অনুমতি চায় তারপরেও অনুমতি না পায় তবে যেন সে ফিরে যায়'। উমর বললেন এ ব্যাপারে তোমাকে সাক্ষী পেশ করতে হবে। অন্যথায় তোমাকে বেত্রাঘাত করব। অতঃপর উবাই ইবনে কা'ব বললেন তাঁর সাথে যেন সবচেয়ে ছোট ব্যক্তিই যায়। (আবূ সাঈদ বলেন) আমি বললাম, আমিই সবচেয়ে ছোট। তখন তিনি বললেন, তাহলে তুমি তাঁকে নিয়ে যাও'। (বুখারী ও মুসলিম, বর্ণনা মুসলিমের হা/২১৫৩)

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এসেছে আবূ সাঈদ গিয়ে বললেন:

كنا نؤمر بهذا فقال عمر خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني عنه الصفق بالأسواق , رواه مسلم

'অর্থাৎ আমাদের এ নির্দেশ দেয়া হত। তখন উমর বললেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটি আমার অজানা ছিল। এ থেকে আমাকে বাজারের ব্যবসা বানিজ্যই গাফেল রেখেছে'।

(মুসলিম, হা/২১৫৩)

উল্লিখিত হাদীস থেকে জানা গেল, কারো বাড়ীতে প্রবেশের জন্য অনুমতি নেয়া জরুরী। অনুমতি চাওয়ার পদ্ধতি হল, তিনবার পর্যন্ত সালাম করে অনুমতি চাওয়া। অনুমতি পেলে প্রবেশ করবে, অন্যথায় ফিরে আসবে। এতে বিন্দু মাত্র বিরক্তিবোধ করবে না। কারণ এটা হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ। অনেকে এ বিধান জানে না। ফলে কারো বাড়ীতে গেলে অনুমতি না পেলে ব্যথিত হয়। এমনকি বাড়ীওয়ালার ব্যাপারে বদধারনাও করে থাকে। এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ বিরোধী আচরণ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ নির্দ্বিধায় না মানলে মানুষ প্রকৃত ঈমানদার হতে পারে না।

আল্লাহ্ বলেন:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِن أَمرِهِم وَمَن يَعصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَد ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا (سورة الأحزاب-36)

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যদি কোন নির্দেশ প্রদান করেন তবে সে বিষয়ে মুমিন নর ও নারীর (ভিন্ন) কোন অধিকার থাকে না। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে সে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় পড়ে যাবে'। (সূরা আহযাব-৩৬)

আল্লাহর এ নির্দেশ সকল মুসলিম নর ও নারীর জন্য। সকলকেই আল্লাহর যাবতীয় বিধান মানা জরুরী। যারা আল্লাহর যাবতীয় বিধান মেনে চলেন তারাই হচ্ছেন ক্বোরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত অনুসারী। কেউ কেউ হয়ত মনে করতে পারেন আহলে সুন্নাত মানেই আমীন জোরে বলা, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করা, রফে ইয়াদাইন করা, তারাবীহর সালাত ১১ রাকাত পড়া ইত্যাদী এ রকম কয়েকটি কাজ করাই হচ্ছে আহলে সুন্নাতের কাজ। বস্তুত এটা হচ্ছে একটা নিছক ধারনা। প্রকৃত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা-আত তাঁরা যারা ক্বোরআন ও সুন্নাহর যাবতীয় বিধান মেনে চলেন। কোন বিষয় অজানা থাকলে জানার চেষ্টা করেন, জানার পর মেনে নিতে বিন্দু মাত্র উৎকণ্ঠিত হন না। তাঁরা বাপ-দাদার দোহাই পেড়ে গলদ পথে অনড় থাকেন না। কেননা বাপ-দাদার দোহাই তো মুশরিকরা দিত। মুশরিকদের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل نَتَّبِعُ مَا أَلفَينَا عَلَيهِ آبَاءَنَا

'আর যখন তাদের বলা হয় আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন তার অনুসরণ কর তখন তারা বলে, না, বরং যে পথে আমরা আমাদের বাপ দাদাদের পেয়েছি সে পথেই চলব'। (সূরা বাক্বারা-১৭০)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত মুশরিক বা বিদআতীদের অনুসরণ করে বাপ দাদার দোহাই পেড়ে গলদ পথে চলেন না। বরং তাঁরা যাচাই করে হক্বের পথে চলেন।

উক্ত হাদীস থেকে আরো জানা গেল যে, কোন ব্যক্তির জন্য সমস্ত হাদীস জানা অসম্ভব। উমর ইবনে খাত্তাবের মত মানুষ যদি এ রকম একটা হাদীস না জানেন তাহলে কে আছে এমন যে বলতে পারে, আমি সব হাদীস জানি। উমর (রা.) তো এমন ব্যক্তি ছিলেন যার রায়ের পক্ষে ক্বোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে।

বুখারী ও মুসলিমে রেওয়ায়েত আছে যে, উমর (রা.) বলেন,

وافقت ربي في ثلاث فقلت يارسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت {واتخذوا من مقام ابراهيم مصلي} وآية الحجاب قلت يارسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه أن يطلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية (التحريم-5), رواه البخاري ومسلم

অর্থ: 'তিনটি বিষয়ে আমি আমার রবের মতের পক্ষে কথা বলেছি।

(১) আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যদি মাক্বামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থান বানিয়ে নিতাম! তখন নাযিল হল وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبرَاهِيمَ مُصَلًّى 'তোমরা মাক্বামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থান বানাও'।

(২) আমি বললাম আপনি যদি আপনার স্ত্রীদের পর্দা করার নির্দেশ দিতেন। কেননা তাঁদের সাথে সৎ-অসৎ সকলেই কথা বলে। তখন পর্দার আয়াত নাযিল হল।

(৩) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ আত্মমর্যাদাবোধ করে তাঁর বিরুদ্ধে একত্রিত হলেন। তখন আমি বললাম, আশা করি তিনি তোমাদের তালাক দিয়ে দিলে তোমাদের বদলে তাঁর রব তাঁকে তোমাদের থেকে উত্তম স্ত্রী দান করবেন।

অতঃপর আল্লাহ পাক (তার কথার) অনুরূপ (সূরা-আততাহরীমের ৫) আয়াত নাযিল করলেন'। (বুখারী, হা/৪০২ ও মুসলিম, হা/২৩৯৯)

উমরের মর্যাদা অনেক। এখানে নমুনা স্বরূপ একটা হাদীস উল্লেখ করলাম মাত্র। অতএব উমরের এ রকম পদমর্যাদা থাকা সত্ত্বেও যখন তাঁর সমস্ত হাদীস জানা ছিল না। তাহলে কোন ইমামের বা আলেমের কি সমস্ত হাদীস জানা থাকতে পারে? কোথায় উমরের মর্যাদা আর কোথায় ইমামগণের মর্যাদা। এতদসত্ত্বেও উমর যখন উক্ত হাদীস জানতে পারলেন তখন তিনি সাথে সাথেই তা মেনে নিয়েছেন।

উমর (রা.) ছাড়াও সকল সাহাবাদের এ রকম আমল ছিল। এমনিভাবে মুজতাহিদ ইমামগণেরও এ আমলই ছিল অর্থাৎ সহীহ হাদীস জানতে পারলে তাঁরা সহীহ হাদীসের ওপর আমল করতেন এবং এর ওপর আমল করার নির্দেশ প্রদান করতেন। (শামী)

এবারে পরে যারা এসেছেন বা আসবেন তাঁরা যদি জানতে পারেন কোন বিষয়ে ইমামের ভুল হয়েছে তাহলে ইমামের রায় পরিত্যাগ করে সহীহ হাদীসের ওপর আমল করা তাদের ওপর ওয়াজিব। আর না হয় জেনে বুঝে সহীহ হাদীসের ওপর আমল না করার কারণে গোনাহগার হতে হবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله ؟ فال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى , رواه البخاري

'আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে তবে যে অস্বীকার করে। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অস্বীকারকারী কে? তিনি বললেন যে আমার আনুগত্য করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে আমার অবাধ্যতা করল সে অস্বীকার করল'। (বুখারী হা/৭২৮০)

সুতরাং ইমামের কথা রাসূলের কথার বিরোধী প্রমাণিত হলে রাসূলের কথার ওপর আমল করা ফরয। আর যদি এমতাবস্থায় রাসূলের কথার ওপর আমল না করা হয় তাহলে রাসূলকে অমান্য করা হল।

আল্লাহ হেফাজত করুন।

عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدري يرجل به رأسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اعلم انك تنظر لطعنت به في عينك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الله الإذن من أجل البصر , رواه مسلم

অর্থ: সাহল ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবীজী সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজার ফাক দিয়ে তাকাচ্ছিল। ঐ সময় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে একটা ছুরি ছিল যা দিয়ে তিনি তাঁর মাথা চিরুনি করছিলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, যদি আমি জানতাম তুমি তাকাচ্ছিলে তাহলে এ ছুরি দিয়ে তোমার চোখে আঘাত করতাম। আল্লাহ চোখের হেফাজতের জন্যই তো অনুমতি চাওয়ার বিধান প্রণয়ন করেছেন। (মুসলিম, হা/২১৫৬)

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে–

(১) কারো বাড়ীতে গেলে অনুমতি চাওয়ার সময় দেয়াল বা দরজার ফাঁক দিয়ে তাকানো জায়েয নয়। কারণ এ রকম তাকালে মানুষের ইজ্জত সম্ভ্রমের হেফাজত থাকে না। অনুমতি চাওয়ার বিধান তো ইজ্জতের হেফাজতের জন্যই বিধৃত হয়েছে। যেভাবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত হাদীসে বলেছেন।

(২) এ রকম যদি কেউ তাকায় আর বাড়ীর মালিক তার চোখ নষ্ট করে দেয় তাহলে তার গুনাহ হবে না এবং তাঁর উপর কোন দণ্ডবিধিও আরোপ হবে না।

কারণ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত হাদীসে বলেছেন, যদি আমি জানতাম তুমি এরকম তাকাচ্ছিলে তাহলে আমি তোমার চোখে আঘাত করতাম।

অন্য হাদীসে এসেছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لو اطلع أحد في بيتك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما عليك من جناح (متفق عليه)

'যদি কোন ব্যক্তি অনুমতি ছাড়া তোমার ঘরে উঁকি মেরে দেখে আর তুমি কংকর ছুড়ে তার চোখ নষ্ট করে দাও তাহলে তোমার কোন পাপ হবে না'। (বুখারী হা/৬৯০২ ও মুসলিম হা/২১৫৮)

বাড়ীতে প্রবেশের আদব

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله تعالى حين يدخل وحين يطعم قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء ههنا وإن دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإن لم يذكر اسم الله عند مطعمه قال أدركتم المبيت والعشاء , رواه مسلم

অর্থ: 'যদি কোন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশের সময় ও খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম নেয় তাহলে শয়তান বলে এ ঘরে তোমরা রাত্রি যাপনও করতে পারবে না এবং খাবারও খেতে পারবে না। আর যদি প্রবেশ করে কিন্তু আল্লাহর নাম না নেয় তাহলে শয়তান বলে তোমরা রাতে থাকার জায়গা পেয়ে গেছ। আর যদি খাবারের সময়ও আল্লাহর নাম না নেয় তাহলে শয়তান বলে তোমরা এখানে রাতে থাকার জায়গা ও খাবার পেয়ে গেছ'। (মুসলিম, হা/২০১৮)

উক্ত হাদীসে বাড়ীতে প্রবেশ করার সময় باسم الله বলার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে আর তার কারণও উল্লেখ হয়েছে। সুতরাং এর উপর আমল করা উচিত। যদি এর উপর আমল করা হয় তাহলে ভূত পেরেতের অনিষ্ট থেকে নারী পুরুষ ও শিশু সকলেই রক্ষা পাবেন ইনশা- আল্লাহ।

وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتي يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله (صحيح الجامع-3053)

অর্থ: 'আবূ উমামাহ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনব্যক্তি আল্লাহর জিম্মাধীন।

(১) ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে জেহাদের জন্য বের হল সে আল্লাহর জিম্মাধীন। এবারে হয়তঃ তিনি তাকে মারবেন আর জান্নাতে প্রবেশ করাবেন কিংবা সওয়াবের অধিকারী করে বা গণীমতপ্রাপ্ত করে ফিরিয়ে আনবেন।

(২) ঐ ব্যক্তি যে মসজিদে গেল সে আল্লাহর জিম্মাধীন। পরিশেষে হয়তঃ আল্লাহ তাকে মৃত্যু দান করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন কিংবা সওয়াবের অধিকারী করে তার বাড়ীতে ফিরিয়ে আনবেন।

(৩) ঐ ব্যক্তি যে তার বাড়ীতে সালাম করে প্রবেশ করল সে আল্লাহর জিম্মাধীন। (সহীহুল জামে, হা/৩০৫৩)

উল্লিখিত হাদীসের মধ্যে বর্ণিত ৩ ব্যক্তির মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তির কথাই এখানে উদ্দেশ্য। বাড়ীতে প্রবেশ করার সময় باسم الله বলার পর বাড়ীর অধিবাসীদের সালাম করে প্রবেশ করার ফযীলত এ হাদীসে উল্লেখ হয়েছে।

عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته ؟ قالت بالسواك , رواه مسلم

মিক্বদাম ইবনে শুরাইহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি আয়েশা (রা.)-কে প্রশ্ন করলাম নবী সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর বাড়ীতে প্রবেশ করতেন তখন সর্বপ্রথম কি কাজ করতেন? তিনি (আয়েশা) বললেন, মিসওয়াক। (মুসলিম, হা/২৫৩)

উল্লিখিত হাদীস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, ঘরে প্রবেশ করার পর সকল কাজের পূর্বে মিসওয়াক করা সুন্নাত।

عن قتادة عن النبي صلي الله عليه وسلم إذا دخلتم بيتا فسلموا علي أهله فإذا خرجتم فأودعوا أهله بسلام , صحيح الجامع 525

অর্থ: নবী সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা কোন ঘরে প্রবেশ করবে তখন তার অধিবাসীদের সালাম করবে। আর যখন বের হবে তখন তার অধিবাসীদের সালাম দিয়ে বিদায় নিবে।

(হাসান, সহীহ আল জামে, হা/৫২৫)

উক্ত হাদীসে যেমনি ঘরে প্রবেশের সময় সালাম করার কথা বলা হয়েছে তেমনি বের হওয়ার সময়ও সালাম করে বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت من مترلك فصل ركعتين تمنعانك من مخرج السوء وإذا دخلت إلى مترلك فصل ركعتين تمنعانك من مدخل السوء , سلسلة الأحاديث الصحيحة- 1323 .

'আবূ হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তুমি বাড়ী থেকে বের হবে তখন দু' রাকাত সালাত পড়ে নিবে তাহলে ওগুলি তোমাকে মন্দ গমন থেকে রক্ষা করবে। আর যখন তুমি প্রবেশ করবে তখন দু'রাকাত সালাত পড়ে নিবে তাহলে ওগুলি তোমাকে মন্দ প্রবেশ থেকে রক্ষা করবে'।

(আসসাহীহাহ হা/১৩২৩)

বাড়ী থেকে বের হওয়ার আদব

عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولاقوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان

আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় বলবে,

بِسمِ اللّهِ تَوَكَّلتُ عَلَى اللّهِ لاَحَولَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللّهِ

'আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি), আল্লাহর ওপর আমি ভরসা করলাম, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া অকল্যাণ থেকে বাঁচার এবং কল্যাণ লাভ করার ক্ষমতা কারো নেই' তাকে বলা হবে এটা তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে, তোমাকে বাঁচানো হয়েছে, আর শয়তান তার থেকে দূরে চলে যায়।

(তিরমিযী, সহীহ আলজামে'- ২১৭৩)

عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إنا نعوذبك من أن نزل او نضل او نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا , رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي

উম্মে সালামা বর্ণনা করেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘর থেকে বের হতেন তখন বলতেন:

بِسمِ اللّهِ تَوَكَّلتُ عَلَى اللّهِ اَللّهُمَّ إنَّا نَعُوذُ بِكَ مِن أن نَزِلَّ أو نَضِلَّ أو نَظلِمَ اونُظلَمَ أو نَجهَلَ أو يُجهَلَ عَلَينَا

অর্থঃ 'আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি), আল্লাহর ওপর আমি ভরসা করলাম, হে আল্লাহ! পিছলে যাওয়া থেকে, বিপথগামীতা থেকে, অত্যাচারী কিংবা অত্যাচারিত হওয়া থেকে এবং মূর্খতাচরণ করা থেকে কিংবা মূর্খতাচরণের শিকার হওয়া থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।

(সহীহ, সহীহ তিরমিযী হা/৩৪২৭)

তিনটি সময়ে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্য হতে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের অনুমতি চাইতে হবে

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَستَأذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَت أَيمَانُكُم والَّذِينَ لَم يَبلُغُوا الحُلُمَ مِنكُم ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِن قَبلِ صَلاَةِ الفَجرِ وحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعدِ صَلاَةِ العِشَاءِ ثَلاَثُ عَورَاتٍ لَكُم لَيسَ عَلَيكُم ولاَعَلَيهِم جُنَاحٌ بَعدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيكُم بَعضُكُم عَلَى بَعضٍ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28) وَإِذَا بَلَغَ الأَطفَالُ مِنكُمُ الحُلُمَ فَلْيَستَأذِنُوا كَمَا استَأذَنَ الَّذِينَ مِن قَبلِهِم كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُم آيَاتِهِ واللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (29)

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কৃতদাস-কৃতদাসীগণ ও তোমাদের মধ্য থেকে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি তারা যেন তিনবার অনুমতি চায়। ফজরের সালাতের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা পরিধেয় বস্ত্র খুলে রাখ এবং এশার সালাতের পর। এ তিনটি সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এ সময়গুলি ছাড়া অন্য সময়ে তোমাদের জন্য ও তাদের জন্য আসা যাওয়া করতে কোন দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের নিকট বারবার আসা যাওয়া করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেন,

আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও কৌশলপূর্ণ বিধানদাতা। তোমাদের না বালেগ শিশুরা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হবে তখন তারা যেন সে রকম অনুমতি চায় যে রকম তাদের বয়ঃজ্যেষ্টরা অনুমতি চায়। আল্লাহ এভাবেই তার নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেন। আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়.।

(সূরা নূর আয়াত ২৮ ও ২৯)

উল্লিখিত আয়াতদ্বয় দ্বারা কয়েকটি কথা প্রমাণিত হল যে–

(১) তিনটি সময় হচ্ছে গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এ সময়গুলিতে সধারণতঃ লোকজন বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকে। এজন্য অপ্রাপ্ত বয়স্করা পর্যন্ত তাতে অনুমতি চেয়ে ঘরে প্রবেশ করবে।

(২) এ সব শিশুরা নিয়মিত আসা যাওয়া করে। এবারে যদি তাদের বালেগদের মত সব সময় অনুমতি চাইতে হয় তাহলে মানুষের প্রয়োজনীয় কাজে বাধার সৃষ্টি হবে। তাই আল্লাহপাক উক্ত তিনটি সময়ে অনুমতি চাওয়ার বিধান প্রণয়ন করলেন, যেন লোকজন কষ্টের শিকার না হন।

(৩) বালেগদেরকে আত্মীয়ের ঘরে প্রবেশের জন্য সব সময় অনুমতি চাওয়া জরুরী। উল্লেখ্য, শিশুদের গোপনীয় বিষয় বোধগম্য হলে তাদের বিছানা পৃথক করে দেয়া উচিত। এ ব্যাখ্যা পেশ করছে নিম্নোক্ত হাদীস।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع , رواه ابوداود .

'তোমরা তোমাদের সন্তানদের সালাতের নির্দেশ দিবে যখন তাদের বয়স ৭ বছরের হবে। আর তাদের বয়স ১০ বছরের হলে সালাতের জন্য তাদের প্রহার করবে এবং তাদের বিছনা পৃথক করে দিবে'।

(সহীহ, সহীহ আবূ দাউদ হা/৪৯৫)

পরিশেষে দু'আ করি, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জ্ঞান অর্জন করে আমল করার ও প্রচার করার তাওফীক দাও, আ-মীন।

وصلى الله وسلم علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .